মোকাম বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চাঁদপুর।

দরখাস্ত মোঃ ৪৯০/২০১৮ইং

মোসাম্মৎ ছখিনা বেগম ..............প্রার্থী।

বনাম

মতিন খন্দকার গং ..........প্রতিপক্ষ।

ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ১০৭/১১৭(সি) ধারা।

বিষয়: প্রতিপক্ষ পক্ষে লিখিত জবাব।

প্রতিপক্ষ পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১) অত্র নং মোকদ্দমার প্রার্থীনির আরজির যাবতীয় বিবরণ একছাড় মিথ্যা, তঞ্চকতামূলক, যোগসাজসিক, হয়রানীকর, সত্যের বিপরীত বটে।

২) বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র নালিশ চলিতে কি রক্ষা পাইতে পারে না।

৩) অত্র নং আরজির ঈধঁংব ড়ভ ধপঃরড়হ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াটি বটে।

৪) অত্র নং মোকদ্দমায় ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ১০৭ ধারার কোন উপাদান বিদ্যমান নাই।

৫) প্রতিপক্ষগণ শান্তিপ্রিয় লোক প্রতিপক্ষগণ দ্বারা শান্তি ভঙ্গের কোনরূপ আশঙ্কা বিদ্যমান নাই।

৬) প্রার্থীর আরজির বর্ণিত মতে, প্রার্থীপক্ষের প্রতিপক্ষের বসত বাড়ী নিয়া গুরুতর শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে কি; বসত বাড়ী সঠিক ভাবেই রেকর্ড হইয়াছে কি; প্রার্থীপক্ষ খরিদ সূত্রে প্রতিপক্ষের বোনের সম্পত্তি ও মাতার সম্পত্তি খরিদ করে কি; কেন খরিদ করিল তৎকারণে পার্শ্ববর্তী বারআনী গ্রামের পার্শ্ববর্তী জোড়খালি গ্রামের গঁৎফবৎ পধংব এর মত গঁৎফবৎ করিবে কি এবং বাহির থেকে লোক আনিয়া গঁৎফবৎ করিবে বলিয়া অহরহ গালিগালাজ করে কি; দাও, ছেনী নিয়া দৌড়াইয়া আসে কি; ৭ গ্রামের লোক নিয়া দরবার হয় কি; দরবারের লোকজন সহি করে কি; দরবারে ২০,০০০/- টাকা নিয়া প্রতিপক্ষকে মুসলিম ফরায়েজ মূলে বন্টননামা রেজিস্ট্রি করিতে বলে কি; তাহারা বর্তমানে বন্টন নামা রেজিস্ট্রি না করিলে এবং উক্ত প্রশ্ন তুলিলেই তাহার গত ১৫/০৬/২০১৮ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় প্রতিপক্ষরা প্রার্থীনিকে দৌড়াইয়া আসে কি; তৎপর ৩০/০৬/২০১৮ইং সকাল ১০ টায় দাও, ছেনী নিয়া দৌড়াইয়া আসে কি; প্রার্থীর ভাসুর ইয়ার হোসেন উলঙ্গ হইয়া লজ্জাস্থানে দেখায় এবং তাহাতে অন্য প্রতিপক্ষরা বলে এমনই চলবে কে; তাহাদের গালিগালাজ সাক্ষীগণ ও লোকজন শুনে কি; ঘটনা সাক্ষীগণ দেখে ও শুনে কি; তাহার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে কি; বহু বিশ্রি ভাষায় গালিগালাজ করে কি; প্রার্থীর মেয়েরা বাড়ীতে আসিলে তাহারা মানহানিসহ নারী শিশু নির্যাতনের মামলা করিবে বলিয়া ভীষণ তোড় জোড় করিতেছে ইত্যাদি উক্তিসহ প্রার্থীপক্ষের দরখাস্তে বর্ণিত যাবতীয় বিবরণ একছাড় মিথ্যা, ভূয়া, বানোয়াটি, তঞ্চকতামূলক, সরজমিনের বিপরীত কল্পিত কাহিনী বটে। এই উত্তরকারী প্রতিপক্ষগণ তাহা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিতেছে।

৭) প্রকৃত কথা এই:- প্রার্থীনি ভীষণ দুষ্ট, দূর্দান্ত, অত্যাচারী, ঝগড়াটে প্রকৃতির মহিলা হয়। প্রার্থীনি দেশের প্রচলিত আইন কানুন তথা সালিশ দরবার কোন কিছুই মান্য করে না। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষগণ অতীব নিরীহ, সহজ, সরল, অসহায় জনবলহীন এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল লোক হয়। প্রতিপক্ষগণ দেশের প্রচলিত আইন কানুন তথা সালিশ দরবার মান্য করে। প্রার্থীনি ১নং প্রতিপক্ষের আপন ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হয়। প্রার্থীনি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং অর্থশালী মহিলা হয়। প্রতিপক্ষগণ নেহায়েত গরীব এবং জনবলহীন অসহায় প্রকৃতির খেটে খাওয়া লোক হয়। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীনির ভাসুর হয়। ২ ও ৩নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষের ছেলে হয়। ৪নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষর ভাতিজা, ৫নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষের স্ত্রী হয় এবং ৬নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষের ভাইয়ের স্ত্রী হয়। প্রতিপক্ষদের হয়রাণী করার অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবরণে অত্র নং মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

৮) প্রার্থীনি ও প্রতিপক্ষগণ একই বাড়ির বাসিন্দা হয়। ১নং প্রতিপক্ষ দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকায় মন্নু টেক্সাটাইল মিলস লিঃএ চাকুরী করিত। ঢাকায় ১নং প্রতিপক্ষ চাকুরী করার কারণে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়া ঢাকায় বসবাস করিত। ১নং প্রতিপক্ষ চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করার পর আর্থিক সংকটের কারণে পরিবার পরিজন নিয়া ঢাকায় বাসা ভাড়া করিয়া বসবাস করা ১নং প্রতিপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই বিধায় ১নং প্রতিপক্ষ পরিবার পরিজন নিয়া গ্রামের বাড়িতে চলিয়া আসে। ১নং প্রতিপক্ষ পৈত্রিক ওয়ারিশসূত্রে মালিকীয় দখলীয় বাড়ি ভূমিতে ঘর উত্তোলন করিতে গেলে প্রার্থী পক্ষ বাধা প্রদান করিলে ১নং প্রতিপক্ষ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় বসত ঘর নির্মাণ করিয়া পরিবার পরিজন নিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে।

৯) প্রার্থীনি পক্ষ এলাকার কিছু লাঠিয়াল বাহিনীকে দলে ভিড়াইয়া ১-৬নং প্রতিপক্ষদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়া ১-৬নং প্রতিপক্ষদের মালিকীয় ও ভোগ দখলীয় সম্পত্তি অবৈধ উপায়ে জবর দখল করার অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষদের উপর নানারূপ অন্যায় অত্যাচার ও বিভিন্ন ধরনের তছরূপ করিয়া প্রতিপক্ষদের জীবনকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। প্রার্থীনিপক্ষ প্রতিপক্ষদের বাড়ির জায়গা ছাড়িয়া দিয়া নাল ভূমিতে মাটি ফেলিয়া ভরাট করিয়া তথায় প্রতিপক্ষদের বসবাস করিতে বলিলে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীনি পক্ষের কথা না মানিলে প্রার্থীনি পক্ষ প্রতিপক্ষদের উপর ক্ষীপ্ত ও উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং প্রতিপক্ষদের হয়রাণী করার অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবরণে অত্র নং মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করে। অত্র নং মোকদ্দমার ১ ও ২নং প্রতিপক্ষ ঢাকায় গার্মেন্টেস এ চাকুরী করে। ৩নং প্রতিপক্ষ কাঠমিস্ত্রির কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

১০) প্রার্থীনি পক্ষ তাহার আরজিতে উল্লেখ করেছেন প্রার্থীনি ও প্রতিপক্ষদের মধ্যে জায়গা সম্পত্তি নিয়া বিরোধ রহিয়াছে। পক্ষদের মধ্যে জায়গা সম্পত্তি নিয়া বিরোধ থাকিলে প্রার্থীনি পক্ষ দেওয়ানী আদালতে শরণাপন্ন হওয়া উচিত ছিল। দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার না চাইয়া ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ১০৭ ধারায় মামলা সম্পূর্ণরূপে অচল ও অরক্ষণীয় বটে।

১১) প্রার্থীর আরজির কথিত মতে ১৫/০৬/২০১৮ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় এবং ৩০/০৬/২০১৮ইং তারিখ সকাল ১০ টায় দা, ছেনি নিয়া প্রার্থীনিকে দৌড়াইয়া আসে। কিন্তু কোন স্থান অর্থাৎ ঘটনাস্থলের কথা উল্লেখ নাই। এত প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীনি কে কোনরূপ ধমকা ধমকি কিংবা হুমকি ধমকি ভয়ভীতি প্রদর্শণ করে নাই এবং প্রতিপক্ষগণ দ্বারা প্রার্থীনি পক্ষের কোনরূপ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা বিদ্যমান নাই ও রহিল না। উভয় পক্ষই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতেছে।

১২) বক্রী এডভোকেট শুনানীকালে বাচনিক নিবেদিত হইবে।

অতএব, হুজুরাদালত দয়া প্রকাশে উপরোক্ত অবস্থা ও কারণাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষগণকে কারণ দর্শানোর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া অত্র নং মোকদ্দমা নথীভুক্তির আদেশ দানে সুবিচার করিতে হুজুরের সদয় মর্জি হয়। ইতি তাং-